R. N. No. 2532/57 | Phone No. 66-228, STD 03483 | Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে দেখেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
[illegible]য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
২৮শে মে, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

লোকসংস্কৃতি উৎসব শিল্পী বা দর্শক কারোরই মন ভরাতে পারল না

বিশেষ প্রতিবেদক : ২৭ ও ২৮ মে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র আয়োজিত মুর্শিদাবাদ জেলা লোকসংস্কৃতি উৎসব '৯৭ জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক অফিস সংলগ্ন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হ'ল। ২৭ মে বিকেলে উৎসবের উদ্বোধন করেন লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের সদস্যা অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য্য। এছাড়া উৎসবে যোগদান করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতিদ্বয় মধুসূদন বাগ ও নির্মল মুখার্জী। এছাড়া নবগ্রাম কেন্দ্রের মোজাফফর হোসেন ও সাগরদীঘির বিধায়ক পরেশ দাস। কোন মন্ত্রী বা প্রসাশনিক অধিকর্তা উৎসবে যোগদান করেননি। অনুষ্ঠানের শুরুতে উৎসবকে কেন্দ্র করে শহরে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। তবে র‍্যালিটিতে গ্রাম্য লোকশিল্পী বা আদিবাসীদের উপস্থিতির চেয়ে আয়োজক—পরিচালক ও শহরের কিছু বুদ্ধিজীবীর ভীড় বেশী করে চোখে পড়ে। মঞ্চসজ্জা থেকে শুরু করে অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালকদের উপযুক্ত পূর্ব প্রস্তুতির অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গিপুর পৌরসভার সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। প্রত্যেকদিন অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ জন করে শিল্পীর উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও প্রথমদিনই শিল্পী ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে কোনক্রমে সে কোটা পূরণ করে। জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে অনুষ্ঠানের পরিচালকরা পৌঁছাতে পারেননি বলেও বহু শিল্পী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পুতুলনাচ শিল্পী হাড়োয়ার চন্দ্রশেখর ঘোষ তাঁর অনুষ্ঠান পরিচালনায় বাধা পেয়ে উৎসব প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে যেতে উদ্যোগ নিলে শেষ পর্যন্ত পরিচালকরাই তাকে বুঝিয়ে অনুষ্ঠানে ফিরিয়ে আনেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মালিনী ভট্টাচার্য্য বলেন, অপসংস্কৃতির অভিশাপ থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের লোকশিল্পীদের মুক্তি দিতে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রঙিন মোড়ক থেকে গ্রামীণ শিল্পীদের মুক্তি দিতে হবে। লোকশিল্পী বিশেষজ্ঞ পুলকেন্দু সিংহ বলেন প্রচার মাধ্যম ও আমাদের সংস্কৃতি দপ্তর গ্রামের লোকশিল্পীদের কাছে ঠিক যেভাবে পৌঁছানোর কথা ছিল সেভাবে পৌঁছাতে পারেননি। লোকশিল্পীরা আজও অবহেলিত থেকে গেছে। তাদের অভাব অভিযোগ জানবার এবং তাদের প্রতিভাকে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবার মানুষের আজ বড়ই অভাব। তাই লোকসংস্কৃতি উৎসবকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাম ডান উভয়ের দাবী নির্দল পুরপতি তাদের—ফলে কার্যতঃ বোর্ড অচল

ধুলিয়ান : গত ১৫ এপ্রিল '৯৭ কংগ্রেসের সমর্থনে ১০ জনের ডাকা অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায় স্থানীয় পুরসভাতে। বাতিল হওয়ার কারণ ছিল কংগ্রেসের মোট ৪ জন সদস্য, বিজেপির ৩ জনের মধ্যে ১ জন এবং নির্দল প্রকাশ সিংহের অনুপস্থিতি। পরবর্তীতে ২২ জন লিখিত এক প্রচারপত্র মারফৎ কংগ্রেসের ৪ জন সদস্য মোহাঃ এস্তাজ আলি, গোলমহম্মদ, মান্নুয়ারা খাতুন ও সেলিনা খাতুন জানান তাঁরা চারজন পুরসভার সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে নির্দল পুরপতি সফর আলিকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন। এর ফলে পুরবোর্ডের সঙ্কট কাটলেও বর্তমানে কংগ্রেস বলছে বোর্ড আমাদের, বামদল বলছে আমাদের। এর ফলে কোন উন্নয়ন কাজই সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না।

লায়ন্স ক্লাব আমাদের জানিয়ে কল বসায়নি—পুরপতি

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাব পৌর এলাকার মধ্যে কোথাও কল বসালে পরামর্শ তো দূরের কথা আমাদের জানানোরও প্রয়োজন মনে করে না যদিও আইনানুযায়ী আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুর এলাকায় কোথায় কবে কল বসাবে তা ঠিক করা প্রয়োজন। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পৌরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য এ বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ভাগীরথীর চরে কেবলমাত্র একটি কল লায়ন্স ক্লাব বসায়; যা আমাদের পুরসভার রেকর্ডে আছে এবং সেটা আমি উদ্বোধন করি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে লায়ন্স ক্লাব পুরসভার কোথায় কোথায় কলের প্রয়োজন সে সমন্ধে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বোমার আঘাতে জখম হয়ে হাসপাতালে মৃত্যু, চারজন গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর : গত ২১ মে রাত আটটা নাগাদ জঙ্গিপুরে গঙ্গার ধারে তাড়িখানার কাছে ধনপতনগরের নানকা মণ্ডলের ছেলে গঙ্গারাম বোমায় গুরুতরভাবে জখম হয়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখান থেকে বহরমপুর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে পরদিন তাঁর মৃত্যু হয়। গঙ্গারামের বন্ধু তিলক মণ্ডল পুলিশের কাছে অভিযোগ করে যে তারা যখন গঙ্গার ধারে বসেছিল তখন ধনপতনগরের ৺সীতারাম মণ্ডলের ছেলে আমীরচাঁদ তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে গঙ্গারামকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে। সেই বোমাতেই গঙ্গারাম আহত হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে (শেষ পৃষ্ঠায়

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?

শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

অগ্নিবীণার অগ্নি-শপথ

গত এগারই জ্যৈষ্ঠ সারা দেশে 'অগ্নি-বীণা'র অগ্নিশিশু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী উৎসব উদ্-যাপিত হইল। সংগীত, আলোচনা ও আবৃত্তিতে মুখর একটি দিনে সমগ্র দেশের মানুষ কবির স্মৃতিকে নূতন করিয়া তর্পণ করিল।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এক আকস্মিক ঘটনা। যদিও ১৯১৯ সালের জুলাই-আগষ্ট সংখ্যার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমেই তাঁহার সত্যকার আবির্ভাব। 'বিদ্রোহী' প্রথম প্রকাশিত হয় নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত 'বিজলী' পত্রিকায় (৬ই জানুয়ারী, ১৯২২)। 'বিদ্রোহী' ও 'কামালপাশা'—এই দুইটি কবিতার মাধ্যমে সেদিন নজরুল নিজের পরিচিতি সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিস্তারিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তিতে মধ্যগগনে আসীন। সমস্ত কবিবৃন্দ দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রতিভার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কাব্য-সরস্বতীর আরাধনা করিতেছিলেন। এই সময়েই বিদ্রোহের রণদামামা বাজাইয়া সৈনিকের কড়া পোষাক পরিয়া হাবিলদার কবির আবির্ভাব। এ আবির্ভাবকে ধূমকেতুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ধূমকেতুর মতন আকস্মিক-ভাবে যেমন তাঁহার উদয়, তিরোভাবও তেমনি অতর্কিত। বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভাগ্যে যে খ্যাতিলাভ ঘটিয়া-ছিল স্বল্পসংখ্যক মানুষের কপালেই তাহা জোটে। ইংরাজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি বায়রণ বলিয়াছিলেন—'I awoke one morning and found myself famous.' নজরুল সম্পর্কেও এই উক্তির প্রতিধ্বনি করা যায়।

কিন্তু ইহার পিছনের কারণকে অনুধাবন করিলে দেখা যায়—নজরুলের দুর্দমনীয় প্রাণাবেগ ও যৌবনের অফুরন্ত উল্লাসই সেদিনের বাংলাদেশের জাগ্রত যুবশক্তিকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। যুবসমাজ আপন প্রাণের ভাষা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন তাঁহার কবিতায়, তাঁহার সংগীত, তাঁহার বাণীর তেজস্বীতায়।

আজ কবির জন্ম পক্ষে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া স্বাধীনতার নবমন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে।

'লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান
বীরবাচ্চা'
মরি জালিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি'
জয় স্বাধীনতা গাই।'

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে

গত ২৪শে বৈশাখ (ইং ৭/৫/৯৭) সংখ্যায় প্রকাশিত "জঙ্গিপুর লায়ন্স.....অভিযোগ" সংবাদটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুরেশ মিশ্র ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঐ সময় তিনি ক্লাবের সভাপতিও ছিলেন। ক্লাব কয়েকটি টিউবওয়েল বসানোর সিদ্ধান্ত নিলে শ্রীমিশ্রের তত্ত্বাবধানে সেগুলি বসানো হয়। পরবর্তীতে সেগুলিতে ক্লাবের নেমপ্লেট বসানো হয়েছে। যেমন শহরের অন্যান্য জায়গায় আমাদের দেওয়া টিউবওয়েলগুলিতে আছে। আমরা আমাদের নিজের টিউবওয়েলেই ক্লাবের নাম বসিয়েছি, অন্যের দেওয়া জিনিসে নয়। ক্লাবের হিসাবপত্র আমাদের সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর District Governor Official Visit এর সময় দেখেন। কাজেই এর বাইরে audit করানোর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। ক্লাবের যে কোনো কাজই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করা হয়। কাজেই সিদ্ধান্তের বাইরে কিছু কাজ করা হয়েছে এটা আপনাদের অপপ্রচার মাত্র। চক্ষু অপারেশনের পর রুগীকে আমরা কোনো কালো চশমা দিই না। বিনামূল্যে একটি eye-guard দেওয়া হয়। সুতরাং ৩০ টাকার কালো চশমা ৬০ টাকা কোথায় পেলেন? কাগজপত্রে শিবির দেখিয়ে আমরা কার কাছে কত টাকা নিয়েছি একটু বিশদ জানাবেন কি? সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও তোলা হয়েছে। দয়া করে জানাবেন কি কোন শিক্ষিত মুসলিম যুবক আবেদন করেও আমাদের সদস্যপদ পাননি? গত ২/৩ বছরে এরকম কেউ কোনো আবেদন আমাদের কাছে করেননি। তার আগে করে থাকলে পত্রিকার সম্পাদকমশাই ভাল বলতে পারবেন, কেননা পূর্বে উনিও সম্পাদক ছিলেন আমাদের ক্লাবের। উল্লেখ্য আমাদের চক্ষু অপারেশন শিবিরগুলিতে শতকরা ৮০ জন দরিদ্র মুসলিম আসেন, আর তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেন। এরপরও কি বলবেন আমরা সাম্প্রদায়িক? ৩/৪ জন ক্লাবকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি বানিয়েছে লিখেছেন, সংখ্যাটা ভুল হয়েছে ওটা হবে ৩২ জন। পরিশেষে আমাদের ভণ্ডামির সামান্য ফিরিস্তি আপনাদের অবগতির জন্য দিতে চাই। গত এক বছরে আমরা ৭টি চক্ষু অপারেশন শিবিরে মোট ৪১৮ জন মানুষের ছানি অপারেশন করেছি, তার জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৯৫০০০ টাকা। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিয়েছি ৫৩ বোতল। ৩১৬ জনের ব্লাড গ্রুপিং করেছি। SOS রক্ত দেওয়া হয়েছে ৩০ বোতল। দাতাদের মধ্যে আমাদের অনেক সদস্যই আছেন। রবীন্দ্র মূর্তির বেদী তৈরী করা হয়েছে, মণিপুরের একটি বাস হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় পড়লে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, ওষুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি.....।

বিনীত—
নন্দকিশোর মুন্দ্রা,
সম্পাদকসহ ২৮ জন সদস্য

[সংবাদের প্রতিবাদস্বরূপ যে চিঠি আমাদের দপ্তরে এসেছে তাতে ক্লাব সভাপতিসহ কিছু সদস্যের সই না থাকাটা রহস্য থেকে গেছে বলে মনে করি। সুরেশ মিশ্র ভোটে দাঁড়িয়ে পৌর এলাকার মধ্যে যে কলগুলি বসান তা পৌরসভার রেকর্ডে নাই বলে পৌরপতি জানাচ্ছেন; এছাড়া কলগুলির গায়ে ক্লাবের নেমপ্লেট, কল বসানোর বহু পরে লাগানো হয়েছে। তার থেকে প্রমাণিত হয় ক্লাব সদস্যরা উক্ত ঘটনায় কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে ঘটনাটিকে কোনক্রমে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন। যে সেবামূলক ক্লাবে বিভিন্ন ব্যক্তির ডোনেশান থাকে এবং বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ব্যয় হয়, সেখানে ক্লাব সদস্যরা কোন চার্টার্ড ফার্ম দিয়ে আয় ব্যয়ের হিসাব অডিট করানোর প্রয়োজন মনে না করাটা শোভন কিনা ক্লাবের উর্দ্ধতন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই ভাল বলতে পারবেন। ক্লাব সদস্য হতে গেলে সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা কি তা আমরা জানি না। তবে ক্লাব যেখানে প্রতি শিবিরে শতকরা ৮০ জন মুসলিম ভাইদের চক্ষু অপারেশন করার দাবী রেখেছেন, সেখানে জঙ্গিপুরের মতো মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বর্তমান ক্লাব সদস্যদের সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থিক সঙ্গতি-সম্পন্ন একজনও মুসলিমকে সদস্য করা গেল না কেন তাও বোধগম্য হ'ল না। পরিশেষে জানাই, সংবাদে বিভিন্ন সেবা প্রার্থীদের অভাব অভিযোগই আমরা (৩য় পৃষ্ঠায়)

ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের উদ্বোধন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৯ মে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের সভাপতিত্বে ষ্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের জঙ্গিপুর মহকুমা প্রস্তুতি কমিটির উদ্বোধন হয়। ঐ দিন থেকে ২১ মে পর্যন্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির চলে বলে জানা যায়। রঘুনাথগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মালও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মহকুমা শাসককে হোমের চেয়ারম্যান এবং পুরপতিকে কার্য্যকরী সভাপতি করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। মহকুমায় বহু ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত হয়ে এই হোমে নাম নথিভুক্ত করেন। হোমের বর্তমানে কোন নিজস্ব গৃহ না থাকলেও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান পরবর্তীতে ঠিক হবে বলে জানা যায়।

বন্ধ দোকান উচ্ছেদ করে পুরসভা পুলিশের রাঁধুনীকে দিল

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসকের অফিসের পাশের ইন্দ্র ঘোষের চায়ের দোকান বলে পরিচিত বন্ধ দোকান ঘরটি থেকে পুরসভা উচ্ছেদ করলো ইন্দ্র ঘোষের পুত্র তপন ঘোষকে। সেই উচ্ছেদ করা খাস জমিতে পুর কমিশনার পুলিশের সাহায্য নিয়ে ঘর করে দিলেন পুলিশ মেসের জনৈকা রাঁধুনীকে। এই রাঁধুনী সন্ধ্যা বিশ্বাস কিছুদিন পূর্বে শিলিগুড়ি থেকে এখানে এসে পুরসভার পার্কে অস্থায়ী ডেরা বাঁধেন। মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজনে সে ডেরা ভেঙ্গে দেওয়া হলে, তাঁকে পুনর্বাসন দিতেই নাকি ওই ব্যবস্থা করে পুরসভা। তপন এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০৫ ধারায় একটি মামলা করে তাঁকে জায়গাটি ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানান। স্থানীয় বিজেপি নেতা চিত্ত মুখার্জী আমাদের প্রতিনিধিকে জানান যেহেতু তপন মহিলা মোর্চার আহ্বায়ক পূর্ণিমা ঘোষের ভাই, তাই সিপিএম পরিচালিত পুর বোর্ডের এই অন্যায় জুলুমের শিকার হতে হয়েছে তপনকে।

লায়ন্স ক্লাব প্রসঙ্গে (২য় পৃষ্ঠার পর)

তুলে ধরেছি কোনও মুখোশের আড়ালে নয়। এছাড়া সংবাদের শেষে ক্লাবের পূর্বতন সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অভিযোগের সর্বাঙ্গীণ তদন্তের কথা যে বলা আছে, তাও বোধহয় স্বাক্ষরকারী ক্লাব সদস্যরা লক্ষ্য করেননি।—সম্পাদক]

বিপ্লবী যুবফ্রন্টের মিছিল ও ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৯ মে বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের ডাকে এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে ও স্থানীয় থানায় ডেপুটেশন দেয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ও থানার সামনে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুবনেতা সুজিত বসু। ডেপুটেশনে ৫ দফা দাবীগুলি ছিল—বেকার যুবকদের চাকরী, বন্ধ কলকারখানা খোলা ও নতুন কলকারখানা নির্মাণ, নওদায় কার্তিক মুখার্জীর উপর আক্রমণের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের শাস্তিবিধান, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পুলিশ প্রশাসন গড়ে তোলা প্রভৃতি।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বালিয়া নেতাজী সংঘে ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয় আলোচনা, গান, আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অমরেন্দ্রনাথ সাহা।

কল বসায়নি (১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন আলোচনা ব্যতিরেকেই বিভিন্ন জায়গায় কল বসিয়েছে শুনেছি, যা আমাদের পুরসভার রেকর্ডেও নেই। তবে পৌর এলাকার মধ্যে যে সব কল আছে সেসবগুলি যে সংস্থাই বসাক না কেন, তার সংস্কার কাজ আমরাই করি। লুথারান ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের পক্ষ থেকে শহরে যে সব কল বসানো হয়েছিল সবগুলির ক্ষেত্রেই ঐ সংস্থা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ এবং অনুমতি নিয়েছে বলেও পুরপতি জানান। সম্প্রতি পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডে লায়ন সুরেশ মিশ্রর কয়েকটি টিউবওয়েল বসানোকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গে পৌরপতি এ তথ্য জানান।

যানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Memo No. 268 (28)/Inf./Msd.Dt. 21/5/97

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

হিন্দু মিলন মন্দিরে উৎসব

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বালিয়া হিন্দু মিলন মন্দিরের বাসন্তী মন্দির প্রাঙ্গণে গত ১৮মে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অরঙ্গাবাদ ভারত সেবাশ্রম শাখার মহারাজ, ছাত্র ও আবাসিকবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আত্মরক্ষামূলক ক্রীড়া প্রদর্শন, স্বামীজিক ভাষণ ও গীতিআলেখ্য প্রদর্শিত হয়।

বাসযোগ্য জমি বিক্রয়

মিঞাপুর দাস বিড়ি কোং এর কাছে সদর রাস্তার উপর চামড়া গুদামের সাত কাঠা বাসযোগ্য জমি বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

সমীম অহমদ, মিঞাপুর চামড়া গুদাম

পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ★ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

গ্রাঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু. টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারাণ্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনস্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কারোরই মন ভরাতে পারল না (১ম পৃষ্ঠার পর)

আগামী দিনে শহর থেকে গ্রামে ছড়িতে দিতে হবে। বক্তাদের মধ্যে মধু বাগ, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সময়োপযোগী বক্তব্য পেশ করেন। মৃগাঙ্কবাবু বামফ্রন্টের সঙ্গে প্রশাসনকে যৌথভাবে লোক-শিল্পীদের বিকাশে সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসতে বলেন। উৎসবে শিল্পীদের সাড়া তেমনভাবে না পাওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পরোক্ষভাবে দোষারোপ করেন। মহকুমার বহু পঞ্চায়েত প্রধানও সময় মতো এই অনুষ্ঠানের খবর না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে ঢোল, সানাই, বোলান, পুতুল নাচ, পাতার বাঁশী ইত্যাদি প্রদর্শিত হয়। মহকুমার জনৈক লোকসঙ্গীত সংগ্রাহক দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—লোকসঙ্গীত শাখার কবি, বোলান, আলকাপ প্রভৃতির শিল্পীরা এলেও, মহকুমার প্রাচীন লোকসঙ্গীত অধুনা লুপ্তপ্রায় পানসই বা পানসৌ গানের কোন শিল্পীর উৎসবে দেখা পাওয়া গেল না। এমন কি তথ্য দপ্তর মহকুমার এই প্রাচীন লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে অবহিত নন বলেই এই সংগ্রাহকের মনে হয়েছে। বর্তমানে লুপ্তপ্রায় হলেও এই সঙ্গীত ধুলিয়ান অঞ্চলে চালু আছে ও কিছু প্রবীণ বয়স্ক শিল্পীও জীবিত আছেন। তাঁদেরকে আনার কোন চেষ্টই হয়নি। আজকের অনুষ্ঠানেও কোন মন্ত্রী বা সভাধিপতি আসেননি। ঝড়-বৃষ্টির পর উদ্যোক্তারা গুটিকয়েক শিল্পীকে দিয়ে নমঃ নমঃ করে অনুষ্ঠানের ইতি টানতে বাধ্য হন।

বোমার আঘাতে জখম (১ম পাতার পর)

পুলিশ আমীর ও তার তিন বন্ধু সীরেন, সেন্টু ও বিশুকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে কয়েকজন গ্রামবাসীর বক্তব্য গঙ্গারাম ঘটনাস্থলে বোমা বাঁধছিল। সে সময় বোমা ফেটে আহত হয়। উল্লেখ্য বেশ কিছুদিন ধরে নানকা ও ৺সীতারাম মণ্ডলের দলবলদের মধ্যে বিবাদ চলছে। আমীরের বাবা সীতারাম মণ্ডল প্রকাশ্য রাস্তায় গত ১০ জানুয়ারী '৯৭ নানকার দলবলের হাতে নিহত হয়। এই হত্যা সেই হত্যার বদলা বলেও অনেকে মনে করছেন।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯